Edit with WPS Office

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Mr. VIVEKANANDA ROY

STUDY MATERIAL FOR PLSA, SEMESTER-5

CORE COURSE -11, MODULE-2 ,TOPIC-7

ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী

ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী হল মার্কসবাদ চর্চার পশ্চিম ইউরোপীয় বিশেষত, জার্মানির একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা, যা গতানুগতিক সোভিয়েত মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ইউরোপীয় ধারায় মার্কসবাদের বিশ্লেষণে আগ্রহী। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে ১৯২৩ সালে Karl Korsch এর প্রিয় ছাত্র Fellx Weil এবং Friedrich Pollock এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং এর নামকরন করা হয় 'Institute For Social Research'. এর প্রথম Director ছিলেন Kurt Albert Gerlach(1923-1925); এরপর Director হন Carl Grunberg (1925-1930) এবং তারপর Horkheimer (1930-1950)। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Albrecht Wellmer প্রমুখ । হিটলারের সাম্যবাদ বিরোধী অবস্থানে এই গোষ্ঠী কিছুদিনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত হয় এবং হিটলারের পতনের পর ১৯৫১ সালে পুনরায় জার্মানিতে এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। এই সময় Friedrich Pollock ছিলেন এর Director. এর সদর দপ্তর স্থাপিত আছে The University Of FrankFurt am Main এ। বর্তমানে এর Acting Director হলেন Ferdinand Sutterluty, ২০১৮ সাল থেকে। এর website হল - www.ifs.uni-frankfurt.de.

পুঁজিবাদের বিরোধী ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর মূল কাজ ছিল মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সামাজিক উন্নয়নের একটি বিকল্প পন্থার অন্বেষণ। তাঁরা মানবতাবাদের বিভিন্ন বিষয় যেমন - দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতাবাদী মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরেছেন। তাঁরা তাঁদের আলোচনার ধারাগুলিকে 'সমালোচনামূলক তত্ত্ব' ('Critical Theory') আখ্যা দেন , যদিও সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। Tom Bottomore সম্পাদিত 'A Dictionary of Marxist Thought'(1983) শীর্ষক গ্রন্থে David Held এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী সব রকম সামাজিক অভ্যেসগুলিকেই একটি সমালোচনা মূলক প্রেক্ষিত থেকে আলোচনার প্রয়াস করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী উৎপাদন পদ্ধতির বাধাস্বরূপ জটিল সম্পর্ক ও মধ্যস্থতার বিষয়গুলিকে প্রকাশ করার প্রয়াস করেছেন। মার্কসবাদী বিষয়বস্তুর স্পষ্টতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁরা 'objective structure' বা 'উদ্দেশ্য কাঠামো'কে গুরুত্ব দেন এবং সমস্যাগুলোকে নির্বাচন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের 'নির্ধারণবাদী' ও 'দৃষ্টবাদী' ব্যাখ্যাকে সামনে নিয়ে আসেন এবং মার্কসের চিঠিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, মার্কস নিজেই 'মননশীল বস্তুবাদ' কে বাতিল করেছিলেন এই যুক্তিতে যে তা 'মানুষের আত্মনিষ্ঠা' (human subjectivity) -র কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে অবজ্ঞা করে। তাঁদের মতে , উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব কোন স্থির সংকটের জন্ম দেয় না। সংকটের সময় এর সিদ্ধান্তের প্রকৃতি নির্ভর করে সামাজিক মাধ্যম সমূহের অনুশীলনের ওপর এবং একটি পরিস্থিতি যার তারা অংশ , তার উপলব্ধির ওপর।

Edit with WPS Office

Horkheimer এবং Adorno তাঁদের 'Dialective of Enlightenment'(1944) শীর্ষক গ্রন্থে, ১৯২০-র দশকে নাৎসিবাদের বিজয় ও বিস্তারের জন্য যে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা দেখা যায় তার জন্য সোভিয়েত সাম্যবাদী ভাবনা-চিন্তা কে দায়ী করেন। Adorno বুর্জোয়া সমাজের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের আশীর্বাদগুলিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে জনমানসে স্থায়ী জায়গা করে নেওয়া যায় সে বিষয়ে ফ্রাঙ্কফুট গোষ্ঠীকে সজাগ হতে বলেছেন। বস্তুত, সাংস্কৃতিক মার্কসবাদী চর্চায় তিনি উৎসাহ দেন এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভর 'নিয়তি তত্ত্ব' ('Economic Determinism') থেকে সরে আসার কথা বলেন।

Herbert Marcuse , প্রখ্যাত মার্কসবাদী দর্শনিক, তাঁর 'One Dimensional Man' (1964) এবং 'Eros and Civilisation'(1966) গ্রন্থ দুটিতে মার্কসবাদের প্রকৃত মানবতাবাদী ব্যাখ্যার পুনরুদ্রেক করে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে সেটিকে ব্যবহার করার কথা বলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্যতম দার্শনিক Jürgen Habermas তাঁর বিখ্যাত 'Legitimation Crisis'(1975) শীর্ষক গ্রন্থের 'সমকালীন পুঁজিবাদের বৈধতার সংকট' সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বলেন যে, রাষ্ট্র আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমাদেরকে নয়া-সামাজিক আন্দোলন-গুলোর তাৎপর্যের দিকে নজর দিতে হবে এবং আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তৎপরবর্তী সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, এই আন্দোলনগুলি মানুষের উত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বৈশিষ্ট্য । Leszek Kolakowski তাঁর 'Main Currents of Marxism : The Founders, The Golden Age, The Breakdown', (1976) শীর্ষক গ্রন্থে ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর আলোচনাধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন-

(ক) মার্কসবাদী চর্চায় ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী অ-মার্কসবাদী চিন্তাবিদ Kant , Hegel , Nietzsche , Freud প্রমুখের দর্শনকেও গুরুত্ব দিয়েছে।

(খ) দলহীন কর্মসূচি এঁদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি বা সামাজিক গণতান্ত্রিক দল উভয়কেই এঁরা সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন।

(গ) ১৯২০-র দশকের বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক Gyorgy Lukacs , Karl Korsch প্রমুখের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত এই গোষ্ঠী মার্কসবাদে কোনরকম সংশোধনের বিরোধী ছিলেন।

(ঘ) 'তত্ত্ব'-কে স্বাধীন উপাদান হিসেবে দেখলেও সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে বিদ্যমান সমাজের সমালোচনা তাঁরা কঠোরভাবেই করেছেন।

(ঙ) কমিউনিস্ট আধিপত্যকে কোনরকম প্রাধান্য না দিয়ে এঁরা প্রলেতারিয়েতের শোষণ ও বিচ্ছিন্নতার মার্কসীয় ভাবনাকে গ্রহণ করেছেন।

(চ) নিজেদেরকে যুক্তিবাদী প্রতিপন্ন করে এঁরা গোঁড়া মার্কসবাদ এবং সংস্কারবাদী ও পরিবর্তনকামী ভাষ্যে আস্থা প্রদর্শন করেছেন।

মূল্যায়ন । ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী 'বিদ্রোহ' কথাটি কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে Kolakowski মনে করেন। বিনিময় মূল্য , বাণিজ্যিক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতির সমালোচনা করলেও এর বিকল্প তুলে ধরতে ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী ব্যর্থ হয়েছে। তবে সোভিয়েত পন্থায় মার্কসবাদী চর্চায় মার্কসবাদের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে সে কথা ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদগুলিও যে শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শোষণের বিরুদ্ধে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তার বক্তব্য ও ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনায় স্পষ্টতই অবস্থান করছে।